আনন্দবাজার পত্রিকা
আনন্দ প্লাস
কলকাতা বৃহস্পতিবার ২ এপ্রিল ২০২০ XXCE

আরও...

সন্ধ্যার ক্ষোভ

গোটা বিশ্ব এখন করোনার আতঙ্কে কাঁপছে। এর মধ্যেই কুকুর, বাদুড়, প্যাঙ্গোলিন বিক্রির বাজার খুলে দিল চিন। এই ঘটনায় রীতিমতো হতবাক বিশ্বের প্রতিটি দেশই। বলিউডের পরিচিত মুখ সন্ধ্যা মৃদুল এই নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় একরাশ ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন। চিনের নাগরিকদের উদ্দেশে তিনি লিখেছেন, "তোমরা কি সত্যিই সিরিয়াস? এ বার নিজেদেরই খেয়ে ফেলো।"

গর্বিত দাদা

বাদশা আর হানি সিংয়ের দাপটের মাঝেও নিজের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেছেন র‌্যাপার রফতার। সম্প্রতি তিনি খবরে, তাঁর নিজের জন্য নয়, বরং বোনের জন্যই। তাঁর বোন নিতু পেশায় নার্স। করোনার মোকাবিলায় হাসপাতালে কর্তব্যরত। তাঁরই ছবি ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করে রফতার তাঁর অনুগামীদের সঙ্গে বোনের কৃতিত্বের কথা শেয়ার করেছেন। এই মুহূর্তে এই র‌্যাপারের সব গর্ব বোনকে ঘিরেই।

ঘরে থাকার গান

ঘরে বসেই ঘরে থাকার গান লিখে ফেললেন গায়ক সিধু। খুব শিগগির তিনি তাঁর ইউটিউব চ্যানেলে এই গান লঞ্চ করবেন। গানের হুক লাইন, 'আমার এই ঘরে থাকাতেই আনন্দ'! সিধুর সঙ্গে গিটার বাজিয়েছেন তাঁর ভাগ্নে বৈদূর্য। এ ছাড়া রণজয় ভট্টাচার্যের কম্পোজিশনে একটি ছবির গান গাওয়ার কথা ছিল সিধুর, যার ডাবিং আপাতত করোনার জন্য বন্ধ হয়ে গিয়েছে। 'সোয়েটার' ছবিতে 'প্রেমে পড়া বারণ' গানটির কম্পোজিশন করে পরিচিতি পেয়েছেন রণজয়।

'এই শিক্ষা সারা জীবনের'

বাড়িতে আটকে থাকা মানে শুধুই দুশ্চিন্তা নয়, **অনুষ্কা শর্মা** এবং **দীপিকা পাড়ুকোনের** পোস্টে ফুটে উঠেছে জীবনদর্শন

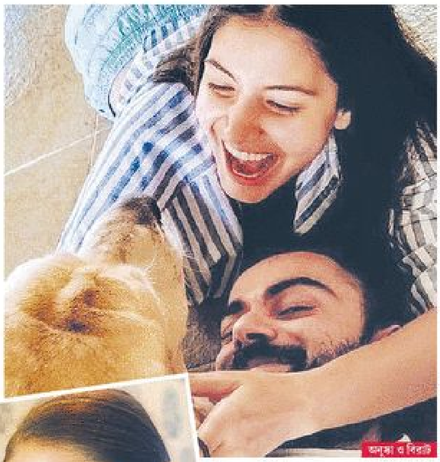

অনুষ্কা ও বিরাট

অন্ধকার রাত্রির পরে যেমন সূর্য ওঠে, যেমন সব কালো মেঘকে রুপোলি রেখা ঘিরে থাকে... যে সময়টা এখন সকলের দুর্বিষহ মনে হচ্ছে, সেই সময়টাই হয়তো আমাদের জীবনের যাপনকে সদর্থক করে তুলবে। অনুষ্কা শর্মার মতো তারকা যেমন মনে করছেন, এই সময়ে কিছু কঠিন উপলব্ধি হল সকলেরই। যেটা হয়তো জেনেবুঝেই এড়িয়ে যাচ্ছিলাম। "ব্যস্ততার কারণে বা অজুহাতে আমরা অনেক জিনিসকে জীবন থেকে ব্রাত্য করে দিয়েছিলাম। এই পরিস্থিতি জোর করে আমাদের সেই জিনিসগুলো মনে করিয়ে দিল। কেন জানি না মনে হচ্ছে, এটার প্রয়োজন ছিল আমাদের সকলের। এই শিক্ষা সারা জীবনের," সোশ্যাল মিডিয়ার পোস্টে অকপট অনুষ্কা।

কত ন্যূনতম ভাবে আমরা চলতে পারি, সেই উপলব্ধির কথাও বলেছেন নায়িকা। "খাবার, জল, মাথার উপরের ছাদ আর আমার পরিবারের সকলের সুস্থতা, এর বেশি সত্যিই কিছু চাওয়ার নেই আমার। বাদ বাকি যা পেয়েছি, সবটাই উপরি," লিখেছেন তিনি।

দীপিকা

ঘরবন্দি অবস্থায় সাধারণ মানুষের মতো তারকাদের জীবনও স্তব্ধ। অনুষ্কা যেমন বাহুল্যবর্জিত জীবনযাপনের কথা বলছেন, তেমনই দীপিকা পাড়ুকোন শৃঙ্খলার কথা বলছেন। লকডাউনের পর থেকেই সোশ্যাল মিডিয়ায় নিজের দিনযাপনের ছবি দিয়ে যাচ্ছেন নায়িকা। রূপচর্চা থেকে শারীরচর্চার ছবি পোস্ট করেছেন। সঙ্গে মজাদার ক্যাপশন। একটু তলিয়ে দেখলে বোঝা যাবে, সেই মজার মধ্যেই জীবনদর্শন স্পষ্ট করেছেন নায়িকা।

সম্প্রতি একটি পত্রিকাকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে দীপিকা বলেছেন, "আমরা সকলেই উদ্বেগের মধ্যে রয়েছি। জানি না আগামী দিনগুলো কেমন হতে চলেছে। তাই এই মুহূর্তগুলোকেই কাজে লাগানো যাক। নিজের জন্য একটা নির্দিষ্ট রুটিন ঠিক করাও জরুরি। দিন বা সপ্তাহের জন্য নির্দিষ্ট টার্গেটও ঠিক করতে পারি।" কারও যদি এই বন্দিদশায় মানিয়ে নিতে সমস্যা হয়, তা হলে সে পেশাদার মনোবিদের পরামর্শও নিতে পারে, বলে মত দীপিকার। নিজে একটা সময়ে ডিপ্রেশনের শিকার হয়েছিলেন বলে মন ভাল রাখার তাগিদ সব সময়ে অনুভব করেন নায়িকা। বাইরের কাজ বন্ধ বলে অলস সময় কাটানোর বিরোধী তিনি। জোর দিয়েছেন সময়মতো ঘুমোনো ও ওঠার উপরে। হালকা খাওয়া, শারীরচর্চা, বাড়ির কাজের মধ্য দিয়ে দিন কাটানোর পরামর্শ দীপিকার।

অনুষ্কাও যেমন মনে করছেন, কাজ আর পরিবারের মধ্যে ভারসাম্য যে কতটা জরুরি, তা এই লকডাউন ফের মনে করিয়ে দিল। বিরাটের সঙ্গে কোয়ালিটি টাইম কাটানোর সুযোগ পাচ্ছেন নায়িকা। দু'জনে মিলে সিনেমা-সিরিজ় দেখছেন, বই পড়ছেন। নিজের ইনস্টা-স্টোরিতে ভাল লাগার গানের তালিকাও শেয়ার করেছেন অনুষ্কা। ইগলস, ব্যাকস্ট্রিট বয়েজ়, ব্লু, ব্রায়ান অ্যাডামসের গান রয়েছে সেই তালিকায়। বিরাটের হেয়ারস্টাইলিস্ট এখন অনুষ্কাই। দিন কয়েক আগে বিরাটের চুল কাটার ভিডিয়ো পোস্ট করেছিলেন নায়িকা। বুধবারও স্বামীর সঙ্গে একটি ঘনিষ্ঠ ছবি দিয়েছেন তিনি।

এই তারকা দম্পতি করোনাভাইরাসের ত্রাণ তহবিলে টাকাও দান করেছেন। পোস্টে অনুষ্কার আর্জি, "আমরা ন্যূনতম ভাবে কাজ চালিয়ে নেওয়ার কথা বলছি। কিন্তু মানুষ ওইটুকু জোগাতেও অপারগ। তাঁদের পাশে আমাদের সকলকে দাঁড়াতেই হবে। আমি নিজের সাধ্যমতো চেষ্টা করছি। বাকিরাও করুন।"

আতঙ্কের সময় কেটে গিয়ে উজ্জ্বল সময়ের অপেক্ষায় সকলেই। কবির কথায়, ডুবলে উঠতেই হয়, সূর্য শিখিয়েছে।

রামায়ণে মন

ঐতিহাসিক বিষয় হলেই তা নিয়ে ছবি বানানোর কথা ভাবেন কঙ্গনা রানাউত। বিশেষ করে সে বিষয়ের সঙ্গে যদি জড়িয়ে থাকে রাজনৈতিক মাত্রাও, তা হলে তো কথাই নেই। সেই মতোই অযোধ্যা এবং রাম মন্দির বিতর্ক নিয়ে ছবি তৈরির কথা ভেবে ফেলেছেন অভিনেত্রী। কঙ্গনা যখন ছবির কান্ডারি, তখন ছবির বিষয়ের পক্ষপাত কোন দিকে হেলে থাকবে, তা অবশ্য বোঝা যাচ্ছে এখন থেকেই।

ইদানীং নিজের ছবি পরিচালনার দায়িত্ব নিজের কাঁধেই তুলে নিতে পছন্দ করেন কঙ্গনা। 'মণিকর্ণিকা: দ্য কুইন অব ঝাঁসি' থেকেই তা স্পষ্ট করে দিয়েছেন তিনি নিজেই। জয়ললিতার বায়োপিক 'থালাইভি'র শুটিং মোটামুটি শেষ করে ফেলেছেন নায়িকা। এখন অযোধ্যা নিয়ে তৈরি হতে চলা ছবিটির চিত্রনাট্যের কাজ শুরু করে দিয়েছেন।

এই মুহূর্তে হিমাচলে নিজের বাড়িতে রয়েছেন নায়িকা। নবরাত্রি পালনও চলছে। তার ফাঁকেই স্ক্রিপ্টের প্রথম ড্রাফট শেষ করে দ্বিতীয় ড্রাফটে হাত দিয়ে ফেলেন কঙ্গনা।

তিনি আরও জানিয়েছেন, টেলিভিশনে ফের শুরু হওয়া জনপ্রিয় শো 'রামায়ণ' নিয়মিত দেখতে শুরু করেছেন। যাতে চিত্রনাট্যের কাজ এগোতে সাহায্য হয়। কঙ্গনা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, লকডাউন শেষ হলেই এ ছবি সম্পর্কে বিশদে জানাবেন তিনি।

কঙ্গনা

'এই পরিস্থিতিতে সৃষ্টিও স্তব্ধ'

মুম্বইয়ে গৃহবন্দি সুরকার **জিৎ গঙ্গোপাধ্যায়**

জিৎ

অস্থির সময় অনেকেরই সৃষ্টির নতুন দিশা খুলে দিয়েছে। বিপ্লবের সময়ে সুরকারেরা অমর সঙ্গীত তৈরি করেছেন। কিন্তু করোনাভাইরাসের কারণে তৈরি পরিস্থিতি সে সবের চেয়ে অনেকটাই আলাদা বলে মনে করছেন সুরকার জিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। লকডাউন হওয়ার পর থেকে তাঁর আন্ধেরির ফ্ল্যাটেই বন্দি শিল্পী। বলছিলেন, "সৃষ্টির জন্য একটা পরিস্থিতি দরকার, এই অস্থির সময়ে মন ভাল করা গান বা রোম্যান্টিক গান তৈরির ইচ্ছেটাই আসছে না।"

স্তব্ধ ইন্ডাস্ট্রি ক্ষতি করেছে তাঁর কাজেরও। বেশ কয়েকটি বাংলা ছবিতে সঙ্গীত নির্দেশনার কাজ করছিলেন তিনি। দেবের 'টনিক', জিতের 'বাজি', যে ছবির জন্য লন্ডনে গান শুট করতে গিয়েও কাজ বাকি রেখে ফেরত আসতে হয় টিমকে। হিন্দিতে রয়েছে 'বাবলু ব্যাচেলর', 'সড়ক টু'। জানালেন, নাম ঠিক না হওয়া আরও দুটো হিন্দি ছবিতে সুর দিচ্ছেন তিনি। তবে সব কিছুই এখন থমকে রয়েছে।

ব্যক্তিগত ভাবে অনেকেই নিজের মতো কাজ করছেন বলে শোনা যাচ্ছে জিতের কথায়, "কেউ কেউ হয়তো করছে। কিন্তু অধিকাংশই বাড়িতে বসে ছটফট করছেন পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ার। এ ভাবে কি কাজ করা যায়? মাথার মধ্যে অজস্র টেনশন! ইন্ডাস্ট্রি পুরো শাটডাউন। ডিপ্রেসিং লাগছে।"

পারতপক্ষে ফ্ল্যাটের দরজাও খুলছেন না জিৎ। নিচে নামা তো দূর অস্ত। চিন্তায় রয়েছেন কলকাতায় থাকা মাকে নিয়েও। বলছিলেন, "মা একটা কাজে কলকাতায় গিয়েছিলেন। ঠিক তার পরপরই লকডাউন ঘোষণা হল। মুম্বইয়ে আমাদের ফ্ল্যাট থেকে বেরোনোর অনুমতিও নেই। কোথাও যেতে হলে বলে কয়ে সই করে যেতে হচ্ছে। এখানে প্রান্তিক জায়গাগুলোয় মানুষ রেশন পাচ্ছেন না। তাঁদের কাছে যাতে চাল-ডাল পৌঁছনো যায়, একদিন তার ব্যবস্থা করতে গিয়েছিলাম। এই পরিস্থিতিতে দিন আনি দিন খাই মানুষেরা সবচেয়ে বেশি সঙ্কটে।" পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রিলিফ ফান্ডে এক লক্ষ টাকা দান করেছেন জিৎ। টলিউডের টেকনিশিয়ানদের জন্য আলাদা ভাবে এক লক্ষ টাকা সাহায্য করেছেন। "সামর্থ্য মতো সকলকে এগিয়ে আসতে হবে। নইলে আমরা সমস্যার মোকাবিলা করব কী ভাবে!"

শীতের ছুটিতে

গরমের ছুটি থেকে শীতের ছুটিতে পিছিয়ে গেল দেবের ছবি। পরান বন্দ্যোপাধ্যায় এবং দেব অভিনীত 'টনিক' মুক্তি পাওয়ার কথা ছিল আগামী ৮ মে, যা পিছিয়ে গিয়েছে এখন। অতনু রায়চৌধুরী প্রযোজিত এবং অভিজিৎ সেন পরিচালিত এই ছবি মুক্তি পাবে এ বছর শীতের ছুটিতে। ছবির আর এক মুখ্য চরিত্রে রয়েছেন শকুন্তলা বড়ুয়া।

ছবিতে শকুন্তলা-পরান স্বামী-স্ত্রীর চরিত্রে, যাঁদের জীবনে আবির্ভাব ঘটে দেবের চরিত্রটির। এর পর তাঁর হাত ধরেই স্বপ্নপূরণ ঘটে বৃদ্ধ দম্পতির। পরান এবং দেবকে অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টসে মেতে উঠতে দেখা গিয়েছে এ ছবির পোস্টারে।

দেবের প্রযোজনায় 'হবুচন্দ্র রাজা গবুচন্দ্র মন্ত্রী' মুক্তি পাওয়ার কথা ছিল ১ মে, সেটিও আপাতত পিছিয়েছে। এ ছাড়া দেব প্রযোজিত ও অভিনীত 'কিশমিশ' আসার কথা পুজোয়।

এ ছাড়া এ বছর এসভিএফের ব্যানারে 'গোলন্দাজ' এবং বাংলাদেশের ছবি 'কমান্ডো'ও হাতে রয়েছে দেবের। তবে সব ক'টি ছবির মুক্তির তারিখই আপাতত অনিশ্চিত।

'টনিক' ছবিতে পরান ও দেব

পুরনো কথা

তাঁর মুক্তি পাওয়া প্রথম ছবি ছিল 'পটাখা'। তবে ক্যামেরার সামনে তিনি প্রথম দাঁড়িয়েছিলেন 'মর্দ কো দর্দ নহি হোতা' ছবিতে। কোয়রান্টিন পিরিয়ডে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে পুরনো দিনের কথা ফিরে ফিরে বললেন রাধিকা মদন। টেলিভিশনের জনপ্রিয় অভিনেত্রী সিনেমায় প্রথম কাজ করতে এসে হকচকিয়ে গিয়েছিলেন। সিরিয়ালে যেখানে তাঁকে এক দিনে সাত-আটটি দৃশ্যের শুট করতে হত, সিনেমায় সেখানে এক দিনের জন্য বরাদ্দ ছিল একটি দৃশ্যই।

রাধিকা

'মর্দ কো দর্দ নহি হোতা'র প্রথম শটে রাধিকাকে কিনতে হয়েছিল গর্ভনিরোধক ওষুধ। এ দিকে সে দিনই তাঁর বাবা-মা দিল্লি থেকে মেয়ের ছবির সেটে এসে সারপ্রাইজ় দিয়েছিলেন। রাধিকার কথায়, "বাবা বেশ অস্বস্তিতে পড়েছিলেন। যাঁরা শুটিং দেখছিলেন, ভেবেছিলাম তাঁরা হাততালি দেবেন। তবে সে রকম কিছু হয়নি। শুটিংয়ের পরে বাবা-মা আমাকে ডিনারে নিয়ে গিয়েছিলেন।"

করোনার প্রকোপ বাড়তে শুরু করার আগেই ইরফান খানের সঙ্গে অভিনীত তাঁর প্রথম ছবি 'আংরেজি মিডিয়াম' মুক্তি পায়। তবে এক সপ্তাহের মধ্যেই হল বন্ধ হয়ে যাওয়ায়, কারণে পরে ছবিটি আবার রিলিজ় করবে।

প্রয়াত অ্যান্ড্রু জ্যাক

'স্টার ওয়ার্স'

জীবনের অনেক কঠিন যুদ্ধই হাসি মুখে জিতেছিলেন 'স্টার ওয়ার্স' খ্যাত অভিনেতা অ্যান্ড্রু জ্যাক। কিন্তু করোনার সঙ্গে শেষ লড়াইটা আর জেতা হল না। মঙ্গলবার মারা গেলেন বর্ষীয়ান এই অভিনেতা তথা ডায়ালেক্ট কোচ।

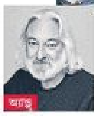

অ্যান্ড্রু

মারা যাওয়ার দু'দিন আগেই ধরা পড়েছিল, করোনায় আক্রান্ত অ্যান্ড্রু। জানা গিয়েছে, প্রথমে করোনার কোনও রকম উপসর্গ ছিল না ৭৬ বছরের ব্রিটিশ এই অভিনেতার শরীরে। হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার পরে জানা যায়, তিনি করোনায় আক্রান্ত। নিজের টুইটার হ্যান্ডলে অভিনেতার মৃত্যুসংবাদ জানান তাঁর স্ত্রী গ্যাব্রিয়েলা রজার্স। যদিও মৃত্যুর সময়ে তিনি অভিনেতার পাশে থাকতে পারেননি। কারণ তিনিও করোনায় আক্রান্ত। তাই অস্ট্রেলিয়ায় কোয়রান্টিনে রয়েছেন।

স্বাধীন ভাবে বেঁচে থাকায় বিশ্বাসী ছিলেন অ্যান্ড্রু। শেষ বয়সে টেমসের একটি পুরনো হাউসবোটে একা থাকতেন তিনি। যদিও নিজের স্ত্রী ও পরিবারকে ভালবাসতেন বলে জানিয়েছেন তাঁর এজেন্ট। অভিনয়ের পাশাপাশি সিনেমার ভাষা নিয়েও কাজ করেছেন অ্যান্ড্রু। ৮০টিরও বেশি ছবিতে তিনি এই বিষয়ে কাজ করেছেন। রবার্ট ডাউনি জুনিয়র, পিয়ার্স ব্রসনান, কেট ব্ল্যানচেটের মতো তারকাদের সঙ্গেও তিনি ডায়ালেক্ট কোচ হিসেবে কাজ করেছিলেন।

ফেলে আসা সময়কে ফিরে দেখা

কিছু দিন আগেই করোনা ভাইরাসকে 'ধন্যবাদ' জানিয়ে বিতর্কে জড়িয়েছিলেন বিদ্যা বালন। যার জেরে নেটিজ়েনদের সমালোচনায় জেরবার হতে হয়েছিল তাঁকে। এ বার নিজের ভুলটা শুধরে নিয়ে এই কঠিন পরিস্থিতিতে দরিদ্রদের পাশে দাঁড়ানোর বার্তা দিলেন অভিনেত্রী।

"মুম্বই রোটি ব্যাঙ্ক" নামে একটি সংস্থা দরিদ্রদের কাছে খাবার পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব নিয়েছে। এর প্রতিষ্ঠাতা মুম্বইয়ের প্রাক্তন পুলিশ কমিশনার ডি শিবানন্দন। এর সঙ্গে যুক্ত বিদ্যা নিজেও। এই সংস্থাটি নিয়মিত মুম্বইয়ের পাঁচ-ছ'হাজার মানুষের কাছে খাবার পৌঁছে দিচ্ছে বলে জানিয়েছেন বিদ্যা। এই প্রয়াসকে আরও ছড়িয়ে দিতে অভিনেত্রীর অনুরোধ, "আপনারা দয়া করে এই কঠিন সময়ে না খেতে পাওয়া মানুষদের পাশে থাকুন।"

সোশ্যাল মিডিয়ায় ভিডিয়ো বার্তার মাধ্যমে তিনি এই অনুরোধ জানিয়েছেন। বিদ্যা আরও বলেছেন, "করোনার জন্য গোটা বিশ্বই এখন সঙ্কটের সম্মুখীন। এর জেরে ভারতে অসংখ্য লোক অভুক্ত থাকছেন। মুম্বই রোটি ব্যাঙ্ক এই দরিদ্র, না খেতে পাওয়া মানুষদের পাশে দাঁড়িয়ে তাঁদের খাবার জোগান দিচ্ছে। এই উদ্যোগে আপনারাও সামিল হোন।"

এর সঙ্গেই তিনি জানিয়েছেন, তেল, চাল, আটা বা মশলা অর্থাৎ রান্নার প্রয়োজনীয় সামগ্রী দান করা যেতে পারে। পাশাপাশি কেউ চাইলে আর্থিক সাহায্যও করতে পারেন। এই পোস্টের সঙ্গেই বিদ্যা সংস্থার ফোন নম্বর এবং ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ডিটেল শেয়ার করেছেন। বিদ্যার মতো বলিউডের অনেক সেলেবই নিজের মতো করে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন সাহায্য করার।

বিদ্যা

নেই কাজ তো...

কৃতী

সারা দিন বাড়িতেই সময় কাটানোর নতুন নতুন উপায় খুঁজে নিচ্ছেন সেলেবরা। কৃতী শ্যানন ওয়ার্ড্রোব গোছাচ্ছেন। মালাইকা অরোরা বানাচ্ছেন বেসনের লাড্ডু। আয়ুষ্মান খুরানা মন দিয়েছেন বডি বিল্ডিংয়ে। আর নার্গিস ফকরি সেজেছেন ডিজ়নি প্রিন্সেসের মতো

মালাইকা

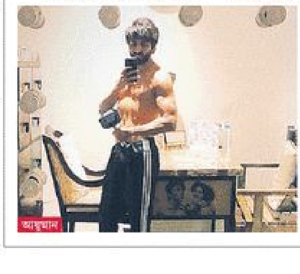

আয়ুষ্মান

নার্গিস

ENERGY EFFICIENCY SERVICES LIMITED
EESL
(A JV of PSUs of Ministry of Power, Govt. of India)
Core-3, 5th & 6th Floor, Scope Complex, Lodhi Road, New Delhi-110003

INVITATION FOR BID

Notice Inviting Tender for **Empanelment of agencies for Dismantling, Installation (Retrofit), Commissioning, Repair and Maintenance of LED Street Lights for period of 2 Years in Eastern region"**

Last date and time of submission of Bid: 17.04.2020
Opening and Evaluation of submitted Bid: 20.04.2020

Contact E-Mail: jsarkar@eesl.co.in, Mobile: 7409427997 (Working days between 9:30am to 6pm), Bidder are advised to refer - **https://www.eeslindia.org/EN/Business/current_tenders/**

Creating an Energy Efficient India.....................

পশ্চিমবঙ্গ সরকার
খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগ
বিজ্ঞপ্তি

১লা এপ্রিল ২০২০, থেকে কেন্দ্রীয় সরকার কেরোসিন তেলের ভর্তুকি সমেত দাম লিটার প্রতি ৯ টাকা ৯২ পয়সা কমিয়েছেন।

এর ফলে, স্থানীয় বিক্রেতার কাছে এপ্রিল মাসের প্রাপ্য নীল কেরোসিন তেল যা ১লা এপ্রিল, ২০২০ বা তার পরে পৌঁছবে, তার দাম বর্তমান খুচরো দামের থেকে লিটার প্রতি ৯ টাকা ৯২ পয়সা কম হবে।

ক্লাসপ্রাপ্ত সময়ের সাথে পণ্য ও পরিষেবা কর যুক্ত হয়ে খুচরো দাম নির্ধারিত হবে।

আদেশানুসারে,
অধিকর্তা, ভোগপণ্য অধিকার

ICA-702(3)/2020